Sanatan Dharma

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তরি কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভরে পর কী করা উচতি ?

প্রশ্ন :- শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তরি কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভরে পর কী করা উচতি ?
উত্তর :- মনুষ্য জীবনে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তরি কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভরে পর কী করা উচতি এটি নিয়ে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ শ্রীমদভগবৎ গীতা 4 নং অধ্যায় 34 নং শ্লোকে সম্পূর্ন নরি্দশে দয়িছেনে যে -

তদ্বদি্ধি প্রণপিাতনে পরপি্রশ্ননে সবেয়া ।
উপদক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞাননিস্তত্ত্বদর্শনিঃ || গীতা 4/34

অনুবাদঃ তুমি প্রথমে তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ এর কাছে যাও - তারপর তাদরে কায়মনোবাক্যে হৃদয় থকেে অকৃত্রমি ভাবে সবো করো, তারপর যখন তোমার কায়মনোবাক্যে হৃদয় থকেে অকৃত্রমি সবোয় সইে তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ অত্যন্ত তুষ্টি লাভ করবনে, তখন সইে তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষকে শকি্ষা-দীক্ষা-বদি্যা বষিয়ক প্রশ্ন করো । তখন সইে তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদশে দান করবনে। (গীতা 4/34)

যজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমবেং যাস্যসি পান্ডব।
যনে ভূতান্যশষেণে দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।। গীতা 4/35

অনুবাদঃ হে পান্ডব! এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, কনে না এই জ্ঞানরে দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বভিন্নি অংশ অর্থাৎ তারা সকলইে আমার এবং তারা আমাতে অবস্থতি। (গীতা 4/35)

অপি চদেসি পাপভে্যঃ সর্বভে্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবনেবৈ বৃজনিং সন্তরষি্যসি।।গীতা 4/36

অনুবাদঃ তুমি যদি সমস্ত পাপীদরে থকেওে পাপষি্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলওে এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারব। (গীতা 4/36)

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তরি কাছে শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করার পর এবং কোনটি কর্তব্য এবং কোনটি অকর্তব্য এই নরি্ণায়ক সদবুদ্ধি লাভ করার পর তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরুকরণ প্রত্যকেরে আত্মজ্ঞান লাভরে জন্য অতি আবশ্যক এবং উচতি।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতনে্দ্রয়িঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তমিচরিণোধগিচ্ছতি।।গীতা 4/39

অনুবাদঃ সংযতনে্দ্রয়ি ও তৎপর হয়ে চনি্ময় তত্ত্বজ্ঞানে এবং তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরুর উপর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করনে। সইে দবি্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তনিি অচরিইে পরা শান্তি প্রাপ্ত হন। (গীতা 4/39)

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বনিশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।গীতা 4/40

অনুবাদঃ অজ্ঞ ও শাস্ত্ররে প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই দবি্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দগি্ধচত্তি ব্যক্তরি ইহলোকে সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হন না এবং পরলোকওে মুক্তি ও সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হন না।

Published on: Jul, 17 2023 07:43

(গীতা 4/40)

তাই সদগুরু এবং শাস্ত্রের উপর পরম শ্রদ্ধাবান যে কোন ব্যাক্তি- গুরুর দানকরা দীক্ষা- শিক্ষা-বিদ্যা-উপদেশে দিব্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে । তাই শাস্ত্রের উপর পরম শ্রদ্ধা রেখে গুরুর প্রতিটি আদেশ পালনে যে কোন ব্যাক্তি দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারে তাই প্রত্যেকে মানুষের উচিত গুরুর প্রতিটি আদেশ ভগবত আদেশ পালন করে চলা ।

Published on: Jul, 17 2023 07:43